কোটচাঁদপুরে কেমিক্যালমুক্ত ফল সংগ্রহ ও সরবরাহে সচেতনতামূলক সভা

কেমিক্যালমুক্ত ফল সংগ্রহ, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ফলচাষি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমান হোসেন। সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিজ দীপা রানী সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহের উপপরিচালক কামরুজ্জামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোহেল রানা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার ওসি (তদন্ত) আনসারুল্লাহ হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল, উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুল কায়ুম, ফল বাজার সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, কৃষক প্রতিনিধি মোসা মাস্টার এবং সাংবাদিক এস এম রায়হান উদ্দিন।

সভায় জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন কেমিক্যালের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বলেন, অতিরিক্ত মাত্রায় কেমিক্যাল ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। তিনি উদাহরণ হিসেবে বলেন, কিছু খাদ্যপণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগ, বিশেষ করে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে।

তিনি আরও বলেন, অসাধু উপায়ে কেমিক্যাল ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশ থেকে পানের রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে এবং চিংড়ির বাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোটচাঁদপুর দেশের অন্যতম বৃহৎ ফলের বাজার উল্লেখ করে তিনি বলেন, “অনেক কষ্টে গড়ে ওঠা এই বাজার কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।”

ফলচাষি ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে জেলা প্রশাসক বলেন, “আজকের পর বাজারে কোনো কেমিক্যালযুক্ত ফল পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

সভায় উপস্থিত ফলচাষি ও ব্যবসায়ীদের কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ ফল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের আহ্বান জানানো হয়।

৯১ বছর বয়সেও জোটেনি কোনো ভাতা কার্ড, সরকারি সুবিধার অপেক্ষায় লতিফুন নেসা

৯১ বছর বয়সেও কোনো ধরনের সরকারি ভাতা কার্ড পাননি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের রুদ্রপুর বিশ্বাসপাড়ার বাসিন্দা লতিফুন নেসা। বয়স্ক, বিধবা এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ভাতা এর আওতায় না আসায় এলাকাজুড়ে প্রশ্ন উঠেছে আর কত বয়স হলে তিনি সরকারি এই সুবিধা পাবেন?

লতিফুন নেসা মৃত আবুল বিশ্বাসের স্ত্রী। প্রায় ৩০ বছর আগে ৬০ বছর বয়সে স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই তিনি মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বর্তমানে বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছেন তিনি। কয়েক বছর আগে পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে লাঠির ওপর ভর করে চলাফেরা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লতিফুন নেসা বর্তমানে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতার যোগ্যতা রাখলেও এখন পর্যন্ত কোনো ভাতা কার্ড পাননি।

সংসার জীবনে দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জননী লতিফুন নেসা। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি দুই ছেলের সঙ্গেই বসবাস করেন। বড় ছেলে কাশেম বিশ্বাস (৭০) বয়সজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শারীরিকভাবে দুর্বল। ছোট ছেলে আব্দুল খালেক বিশ্বাস (৬৫) একজন

শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং তিনি প্রতিবন্ধী ভাতা পান।

স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই ছেলেদের ওপর নির্ভর করেই চলছে লতিফুন নেসার জীবন। ছেলেরা কোনোভাবে তার খাবারের ব্যবস্থা করতে পারলেও ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা সংসার থাকায় মায়ের চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচ বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে ভাতা এর জন্য আবেদন করেও কোনো সুফল পাননি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে সম্প্রতি তিনি অনলাইনে ভাতার জন্য নিবন্ধন করেছেন।

লতিফুন নেসা বলেন, “ভাতা এর টাকা পেলে নিজের ইচ্ছামতো কিছু কিনে খেতে পারতাম। নাতি-নাতনিদেরও কিছু দিতে মন চায়। কিন্তু টাকা না থাকলে কীভাবে দেব? তাই ভাতা এর টাকার খুব প্রয়োজন।”

তার পুত্রবধূ শেফালী খাতুন বলেন, “আমরা সংসার চালিয়ে শাশুড়িকে দুই মুঠো খাবার দিতে পারি। কিন্তু তার চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। সরকারি ভাতা পেলে তিনি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে পারতেন।”

প্রতিবেশী আব্দুল মজিদ বলেন, “প্রায় ৩০ বছর আগে তার স্বামী মারা গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিধবা। বর্তমান বয়স ৯১ বছর। সে হিসেবে তিনি বয়স্ক ও বিধবা দুই ধরনের ভাতারই যোগ্য। এছাড়া চলাফেরায়ও কষ্ট হয়। তারপরও আজ পর্যন্ত কোনো ভাতা কার্ড পাননি। আর কত বয়স হলে তিনি এই সুবিধা পাবেন?”

তিনি আরও বলেন, “ভাতা কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন সময়ে চেয়ারম্যান-মেম্বাররা তার ভোটার আইডি কার্ড ও ছবি নিয়েছেন। কিন্তু আজও কোনো কার্ড হয়নি।”

দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বলেন, “অপেক্ষমাণ তালিকায় ওই নারীর নাম ছিল না। প্রায় ১৫ দিন আগে নতুন যে তালিকা করা হয়েছে, সেখানে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিয়নে চার থেকে পাঁচশ’ আবেদনকারী রয়েছে। তাই বিষয়টি আগে জানা সম্ভব হয়নি। এখন বিষয়টি জেনেছি। সুযোগ এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ দীপা রানী সরকার বলেন, “আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ৯১ বছর বয়সী লতিফুন নেসা

এখনো কোনো সরকারি ভাতার আওতায় আসেননি। তিনি ইতোমধ্যে অনলাইনে নিবন্ধনও করেছেন। নিবন্ধনের কাগজপত্র আমাকে দিতে বলুন। পাশাপাশি তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। সুযোগ থাকলে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তাকে সরকারি ভাতার আওতায় আনার।”

গ্রীষ্মের স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে তালশাঁসের দোকানে ভিড়

গ্রীষ্মের দাবদাহে স্বস্তি খুঁজতে কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকানগুলোতে ভিড় করছেন ক্রেতারা। দাম কিছুটা বেশি হওয়ায় অভিযোগ থাকলেও তালের শাঁসের স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে পথচারী থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের আগ্রহে ভাটা পড়েনি।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে একটি তাল ৩০ টাকা এবং প্রতিটি তালশাঁস ৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তালের মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌর শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ড বটতলা, পোস্ট অফিস মোড়, প্রধান বাজার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তালশাঁসের দোকান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আম, কাঁঠাল, লিচু ও ড্রাগনের পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় ফলের মধ্যে তালশাঁস অন্যতম। গরমের সময় এর শীতল ও সুমিষ্ট স্বাদ মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। ফলে প্রতিবছরের মতো এবারও সড়কের পাশে তালশাঁস বিক্রেতাদের দেখা যাচ্ছে।

দূর থেকে দেখলে এসব দোকানের সামনে মানুষের জটলা মনে হলেও কাছে গেলে দেখা যায়, বিক্রেতারা তালের স্তূপ নিয়ে বসে ক্রেতাদের জন্য একের পর এক তাল কেটে শাঁস বের করছেন। অনেক দোকানে বিক্রেতাদের সহায়তায় অতিরিক্ত লোকও কাজ করছেন।

তালশাঁস ক্রেতা আকরাম হোসেন বলেন, “তালের ভেতরের স্বচ্ছ, নরম

শাঁস এবং মিষ্টি পানি গরমে যেমন তৃষ্ণা মেটায়, তেমনি শরীরের জন্যও উপকারী। তাই শিশু থেকে বয়স্ক—সব বয়সী মানুষ তালশাঁস কিনতে ভিড় করছেন। কৃত্রিম কোমল পানীয়ের চেয়ে এটি অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত ও প্রাকৃতিক।”

কলেজ বাসস্ট্যান্ড এলাকার তালশাঁস বিক্রেতা মোস্তফা মণ্ডল জানান, প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি বটতলার নিচে তালশাঁস বিক্রি করছেন।

বছরের বাকি সময় ব্যাটারিচালিত ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি বলেন, “মৌসুম এলেই তালশাঁস বিক্রি শুরু করি। ক্রেতার চাহিদা ভালো থাকায় ব্যবসাও মোটামুটি ভালো হয়।”

আরেক বিক্রেতা লক্ষ্মণ হালদার বলেন, “তালশাঁস বিক্রি একটি মৌসুমি ব্যবসা। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়েই এ ব্যবসা করা হয়। তবে গত বছরের তুলনায় এবার গাছ মালিকদের কাছ থেকে বেশি দামে তাল কিনতে হয়েছে। সে কারণে আমাদেরও কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

দাম বৃদ্ধি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ থাকলেও গ্রীষ্মের তীব্র গরমে তালশাঁসের চাহিদা কমেনি। বরং প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে করছেন বিক্রেতা ও ক্রেতারা।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৫ মে) দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল ইসলাম বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত জজ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে রেজাউল ইসলাম নিজ বাড়ির ঘরের

মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ফ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মাল্টিপ্লাগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ৫ ঘন্টা রেল চলাচল বন্ধ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সাফদারপুর রেল স্টেশন এলাকায় মালবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় খুলনার সাথে রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গ ও ঢাকা রুটের ট্রেন চলাচল।

‎‎বৃহস্পতিবার (২১ মে) রাত ৩ টার দিকে কোটচাঁদপুরের সাফদারপুর রেল স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

‎‎সাফদারপুর স্টেশন মাস্টার রিপন আলী জানান, খুলনার মোংলা থেকে ছেড়ে আসা ঈশ্বরদীগামী একটি মালবাহী ট্রেন সাফদারপুর স্টেশনের কাছে পৌঁছালে রাত ৩ টার দিকে পেছনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে বন্ধ হয়ে যায় খুলনার সাথে রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গের রেল চলাচল।

সকাল ৭ টায় খুলনা থেকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌছে উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে। দীর্ঘ ৫ ঘন্টা পর সকাল ৮ দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে তিনদিনব্যাপী ভূমি সেবা মেলার উদ্বোধন

“জনবান্ধব অটোমেটেড ভূমি ব্যবস্থাপনা: সুরক্ষিত ভূমি, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে তিনদিনব্যাপী ভূমি সেবা মেলা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সারাদেশে একযোগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনের পরপরই কোটচাঁদপুর উপজেলা ভূমি অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় উদ্বোধনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপা রাণী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোহেল হোসেন, কোটচাঁদপুর মডেল থানার তদন্ত কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত ওসি আনছারুল্লাহ এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি সালাহ উদ্দিন বুলবুল সিডল, উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা আমির মাওলানা তাইজুল ইসলাম এবং পৌর আমির কাইয়ুম হোসেন।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের অ্যাম্বাসেডর হৃদয় আহমেদ।

কেন্দ্রীয় উদ্বোধনী পর্ব শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা কোটচাঁদপুর মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্টল ও বুথ পরিদর্শন করেন। এসময় উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেলা পরিদর্শনকালে বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে

রূপান্তর করা হয়েছে। এই মেলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কোনো ধরনের দালালের দৌরাত্ম্য বা হয়রানি ছাড়াই দ্রুততম সময়ে সেবা পাবেন।

মেলা প্রাঙ্গণে সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন ফি যেমন নামজারি ফি, কোর্ট ফি ও রেকর্ড সংশোধন ফি ব্যানারের মাধ্যমে উন্মুক্তভাবে প্রদর্শন করায় সেবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে বলেও জানান বক্তারা।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ১৯ মে থেকে শুরু হওয়া এ ভূমি সেবা মেলা আগামী ২১ মে পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলার স্টলগুলোতে ই-নামজারি, স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানসহ ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা, তাৎক্ষণিক সমাধান ও আইনি পরামর্শ দেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে এক মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলারপাঁচলিয়া বকুল সিটি পার্কে ৫০ জন মৎস্যচাষীকে নিয়ে এই কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়। এসময় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, ব্র্যাক ফিশারিশ এন্টারপ্রাইজের সাউথ-ওয়েষ্ট অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার কিংকর হালদার। এ সময় অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের কোস্টাল অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রাকিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ অঞ্চলের ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের সেলস অফিসার গোলাম কিবরিয়া।

বক্তারা বলেন, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খামারের লাভজনকতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সঠিক পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান বজায় রাখা, উন্নত মানের পোনা ব্যবহার এবং সুষম খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে খরচ কমিয়ে অধিক লাভ অর্জন করা যায়। আয়োজকরা জানান, ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় বছরব্যাপী এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যা মৎস্যখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খামারিদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে চাষীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারী মৎস্যচাষীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মোঃ শারফিন ইসলাম (২৬) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) ভোররাতে বলুহর বকুলতলা এলাকায় মোঃ ইনছান আলীর বাড়ির পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মোঃ মাসুম বেল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান

পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহভাজন হিসেবে ওই যুবককে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১৪ পিস ইয়াবা ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ২ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আটক শারফিন ইসলাম বলুহর বকুলতলা এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোটচাঁদপুর মডেল থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-১৩/০৫/২০২৬ খ্রি., ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকায় মাদক নির্মূলে পুলিশের এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কোটচাঁপুর আদর্শ পাড়া রেলগেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম রাকিব তার বয়স আনুমানিক ১৮ বছর। তিনি ওই এলাকার মোঃ আবু মুছার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে দিকে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন ওই যুবক। পরে বাড়ির লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কিছু জানানো যায়নি।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার

করে। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।”

কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামে গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোঃ রিদয় হোসেন
(২৮) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে|

সে সলেমানপুর দিয়াড়েপাড়ার রফিকুলের ছেলে| রিদয় মায়ের সাথে মামার বাড়িতে থাকতেন| সোমবার (১১ মে) সকালে সলেমানপুর মল্লিক পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে|

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিদয় হোসেন সকালে হামিদ মল্লিকের একটি গাছে আম পাড়তে ওঠেন| আম পাড়ার একপর্যায়ে গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের ৩৩কেবি লাইনের তারের সাথে তার আম পাড়ার লগার স্পর্শ লাগে| এতে তিনি মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান|

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর ¯ ^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়|এর পর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়|

রিদয় হোসেনের এই অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে| স্থানীয়রা জানান, গাছের খুব কাছ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে|

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন| যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি চলছে|